দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৩৫ কলাম ৬

কলেজ-লাইব্রেরী

অবহেলিত উপেক্ষিত

লাইব্রেরী বা পাঠাগার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। লাইব্রেরী নানা ধরনের হতে পারে। তবে এই লেখায় মূলত কলেজ লাইব্রেরীর সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ দেশে মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৪২ হাজার। তন্মধ্যে প্রায় ৩০ হতে ৩৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরী থাকার যৌক্তিকতা রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরী সচল রয়েছে তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। এ ব্যাপারে সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে কোন জরিপও অদ্যাবধি হয়নি। তবে সম্প্রতি বাংলাদেশ লাইব্রেরী সমিতির উদ্যোগে 'বাংলাদেশে কলেজ লাইব্রেরীর সমস্যা ও সমাধান' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ব্যাংকক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে কলেজ লাইব্রেরীর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা কলেজের লাইব্রেরীয়ান ও বাংলাদেশ কলেজ লাইব্রেরী সমিতির সভানেত্রী মিসেস শামসুন্নাহার। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ মোঃ ইউনুছ খান। বাংলাদেশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের সভাপতি এ.কে.এম আব্দুর নূর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন সমিতির মহাসচিব এম শামসুল ইসলাম খান। মূল প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশের কলেজ শিক্ষা মান, উন্নতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে এবং একটি জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে লাইব্রেরীর গুরুত্ব অপরিসীম। কলেজের পাঠ্যক্রম বাস্তবায়ন ছাড়াও দেশের প্রত্যেক ছাত্রকে সুনাগরিক এবং উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার প্রসারে লাইব্রেরীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

দেশের কলেজ লাইব্রেরীর জন্য এখনও কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবহেলিত, অস্বাস্থ্যকর একটি কক্ষকে লাইব্রেরীর স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। আলো-বাতাসহীন ঘরে প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত আসবাবপত্রের অভাবে পুস্তকের বই, পত্রপত্রিকা মেঝেতে ফেলে রাখা হয়। ফলে বহু মূল্যবান বই নষ্ট হয়ে যায়। কলেজ লাইব্রেরীগুলোর মধ্যে সরকারের বাৎসরিক আর্থিক বরাদ্দের কোন সামঞ্জস্যতা নেই। প্রয়োজনের তুলনায় সব কলেজ লাইব্রেরীর বরাদ্দ অপ্রতুল। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কলেজের লাইব্রেরীর বার্ষিক বরাদ্দ মাত্র ২০ হাজার টাকা। অথচ এই প্রাচীনতম কলেজে ৮টি বিষয়ে অনার্সসহ একাধিক বিষয়ে মাষ্টার্স কোর্স, ডিগ্রী ও ইন্টারমিডিয়েট মিলিয়ে ছাত্র সংখ্যা ৫ সহস্রাধিক। একই অবস্থা অন্যান্য সরকারী কলেজগুলোর। বেসরকারী কলেজগুলোর অবস্থা আরও করুণ। লাইব্রেরীতে পুস্তক নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণতঃ অধিকাংশ কলেজেই পুস্তক নির্বাচনে লাইব্রেরীয়ানদের কোন ভূমিকা থাকে না। কলেজ কর্তৃপক্ষ খেয়ালখুশিমত পুস্তক নির্বাচন ও ক্রয় করে থাকেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণও লাইব্রেরীয়ানকে বলা হয় না। দেশের কোন লাইব্রেরীতে কার্ড ক্যাটালগিং করার মত সামান্যতম কোন সুযোগ-সুবিধা নেই। কলেজ লাইব্রেরী-গুলোতে উপযুক্ত আসবাবপত্র নেই। পুরাতন আমলের কিছু চেয়ার, টেবিল ও তালাবদ্ধ আলমারীই সম্বল। একজন শিক্ষক এবং ছাত্র এক সংগে কয়খানাই বই নিতে পারবেন বা ফেরতদানের সময়সীমা মানা হয় না। ছাত্রদের লাইব্রেরী 'কশানমানির' পরিমাণ মাত্র ১০ টাকা। দেশে পাঠযোগ্য কোন বই ১০ টাকায় পাওয়া সম্ভব নয়। কলেজে বই বাঁধাই করার জন্য কোন আর্থিক বরাদ্দ নেই। পুস্তক বাঁধাই না করার কারণে অনেক মূল্যবান বই নষ্ট হয়ে যায়। কলেজ লাইব্রেরীগুলোতে দক্ষ জনশক্তির অভাব প্রকট।

> কলেজ কর্তৃপক্ষ খেয়ালখুশিমত পুস্তক নির্বাচন ও ক্রয় করে থাকেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণও লাইব্রেরীয়ানকে বলা হয় না। দেশের কোন লাইব্রেরীতে কার্ড ক্যাটালগিং করার মত সামান্যতম কোন সুযোগ-সুবিধা নেই। কলেজ লাইব্রেরী-গুলোতে উপযুক্ত আসবাবপত্র নেই। পুরাতন আমলের কিছু চেয়ার, টেবিল ও তালাবদ্ধ আলমারীই সম্বল।

এনাম কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক সরকারী কলেজের জন্য ১জন গেজেটেড লাইব্রেরীয়ান (প্রভাষকের সমমানের), ১জন সহকারী লাইব্রেরীয়ান কাম ক্যাটালগার, ২জন বুক সর্টার কাম বেয়ারারের পদ সৃষ্টি করা হয়। এনাম কমিটির এই সুপারিশ সকল কলেজের জন্য একই রকম করায় সমস্যা হয়েছে। বর্তমানে পাঠ্য সামগ্রীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে তেমনি অনেক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। লাইব্রেরীতে কাজের ধারার পরিবর্তন হয়েছে। ফলে লাইব্রেরীতে উচ্চতর পদ সৃষ্টি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ লাইব্রেরীর জন্য অধ্যাপক সমমানের চীফ লাইব্রেরীয়ান, অনার্স কলেজ লাইব্রেরীর জন্য সহযোগী অধ্যাপকের সমমানের ডেপুটি চীফ লাইব্রেরীয়ান, ডিগ্রী কলেজ লাইব্রেরীর জন্য সহকারী অধ্যাপকের সমমানের সিনিয়র লাইব্রেরীয়ান এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ লাইব্রেরীর জন্য প্রভাষক সমমানের লাইব্রেরীয়ান প্রয়োজন। পাশাপাশি অন্যান্য পদ সৃষ্টি অপরিহার্য। প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়, বর্তমানে ২৪০টি সরকারী কলেজের মধ্যে ১১৭টি কলেজের মাত্র ১১৯টি গেজেটেড লাইব্রেরীয়ানের পদ আছে। এই সকল কলেজে মাত্র ১১ জন গেজেটেড লাইব্রেরীয়ান কর্মরত আছেন। এছাড়া বর্তমানে সরকারী কলেজে তিন ধরনের লাইব্রেরীয়ানের পদ রয়েছে। যেমন গেজেটেড লাইব্রেরীয়ান, প্রদর্শক শিক্ষক সমমানের লাইব্রেরীয়ান ও নিম্নমান সহকারী সমমানের লাইব্রেরীয়ান। দীর্ঘদিন ধরে লাইব্রেরীয়ানদের জন্য উচ্চতর পদ সৃষ্টি করে পদোন্নতির ব্যবস্থাসহ বিবিধ বিষয়গুলি শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর সর্বস্থানেই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত ও সমর্থিত হয়ে আসছে। এখন শুধু বাস্তবায়নের উদ্যোগ প্রয়োজন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক এম শামসুল ইসলাম খান তার বক্তৃতায় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্রন্থাগারসমূহে বিরাজিত সমস্যাবলী ও সমিতির বিভিন্ন দাবী-দাওয়া তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি অধ্যক্ষ মোঃ ইউনুছ খান তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলোর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা গ্রন্থাগারগুলো যেমন সংগ্রহের দিক দিয়ে সমৃদ্ধ নয়, তেমনি বেশীরভাগ গ্রন্থাগারে যোগ্য কর্মীর অভাবও বিদ্যমান। মাত্র কয়েকটি কলেজে পেশাদার গ্রন্থাগারিক থাকলেও কোন প্রকার পদোন্নতির ব্যবস্থা না থাকায় তাদের মাঝে হতাশা বিরাজ করছে। তিনি স্বীকার করেন, প্রত্যেকটি সরকারী কলেজে প্রভাষকের সমমর্যাদাসম্পন্ন তথ্য ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রীধারী গ্রন্থাগারিক থাকা উচিত। তিনি অতিসত্বর বিভিন্ন কলেজে শতাধিক প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগারিকের শূন্য পদে লোক নিয়োগের আশ্বাস প্রদান করেন। প্রতিমন্ত্রী কলেজ গ্রন্থাগারগুলো অন্যান্য সমস্যা সমাধানেরও আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে আরও উল্লেখ করেন, মেধাবী ও কর্মঠ পেশাদার লাইব্রেরীয়ানদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সহযোগিতা করা হবে।

☐ মোড়ল নজরুল ইসলাম